ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে
জাতীয় নির্দেশিকা

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে
জাতীয় নির্দেশিকা

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সার্বিক নির্দেশনায়

মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

তত্ত্বাবধানে

হেলালুদ্দীন আহমদ
সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গঠিত নির্দেশিকা প্রস্তুত কমিটি

মরণ কুমার চক্রবর্তী, অতিরিক্ত সচিব, নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ	আহ্বায়ক
সায়লা ফারজানা, যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
মোহাম্মদ নুরে আলম সিদ্দিকী, যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
ব্রিগে. জেনারেল (ডা.) মোঃ শরীফ আহমেদ, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
ব্রিগে. জেনারেল মোঃ জোবায়দুর রহমান, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
ডা. মীর মুস্তাফিজুর রহমান, উপ-প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
লেঃ কর্নেল মোঃ গোলাম মোস্তফা সারওয়ার, উপ-প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী, যুগ্মসচিব (পলিসি সাপোর্ট), স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য-সচিব

প্রকাশকাল

আগস্ট ২০২১

প্রকাশনায়

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সহযোগিতায়

পলিসি সাপোর্ট অধিশাখা (পিএসবি), স্থানীয় সরকার বিভাগ
জাতিসংঘের শিশু উন্নয়ন বিষয়ক তহবিল (ইউনিসেফ), বাংলাদেশ

কপিরাইট

এ প্রকাশনা অথবা এর অংশবিশেষ স্থানীয় সরকার বিভাগের স্বীকৃতিসহ ব্যবহার করা যাবে।

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

মশাবাহিত রোগের মধ্যে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, চিকুনগুনিয়া, এনসেফালাইটিস ও জিকা অন্যতম। এগুলোর মধ্যে ডেঙ্গরোগে প্রতি বছর আক্রান্ত হচ্ছে কয়েক কোটি মানুষ। এ রোগ প্রতিরোধে একাধিক মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর-সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সরাসরি সম্পৃক্ত। এ ছাড়া বেসরকারি সংস্থা, এনজিও, বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসহ দেশের সকল নাগরিকের এ রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে সকল অংশীজনের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন।

সারাদেশে ২০১৯ সালে ডেঙ্গুরোগ ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। এর প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করে ডেঙ্গুরোগ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। গত ২০১৯ সালের তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে ২০২০ সালের শুরু থেকেই ডেঙ্গুরোগ প্রতিরোধে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে আমি এ কার্যক্রম প্রত্যক্ষভাবে তদারক করি। ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে 'ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি প্রণয়নে বিশেষজ্ঞ ও সরকারি/বেসরকারি অংশীজনদের মতামত এবং বিগত দুই বছরের অভিজ্ঞতা গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকায় ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সকল পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সরকারি/বেসরকারি দপ্তর-সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ে করণীয় বিষয়াদি চিহ্নিত করা হয়েছে।

নির্দেশিকাটি প্রণয়নে যারা মতামত দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ইউনিসেফ বাংলাদেশ-এর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ নির্দেশিকার আলোকে কর্মসূচি গ্রহণ এবং সেগুলির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে নাগরিকগণের সুস্বাস্থ্য রক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে এই নির্দেশিকা সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

মোঃ তাজুল ইসলাম, এমপি

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গুরোগ জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ। বাংলাদেশে প্রথম ডেঙ্গুজ্বর শনাক্ত হয় ২০০০ সালে। প্রথমে অবশ্য এ জ্বরটি ঢাকায় একসঙ্গে অনেকের হয়েছিল বলে এর নাম হয়ে যায় 'ঢাকা ফিভার'। তবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষানিরীক্ষা করে এটি ডেঙ্গুজ্বর বলে শনাক্ত করেন। পরবর্তীতে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায় রোগটির বিস্তার ঘটতে দেখা যায়। গত ২০১৯ সালে বাংলাদেশে ডেঙ্গুরোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে অনেক মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয় এবং বেশ কিছু প্রাণহানীও ঘটে। স্ত্রী এডিস মশা এ রোগের ভাইরাসের একমাত্র বাহক। ভাইরাস এডিস মশার মাধ্যমে মানবদেহে সংক্রমিত হলে ডেঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এডিস মশা ভাইরাস সংক্রমিত থাকা অবস্থায় মানুষকে কামড়ালে সুস্থ মানুষের ডেঙ্গু হতে পারে। ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিকে এডিস মশা কামড়ালেও মশার মধ্যে ভাইরাস সংক্রমিত হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে ডেঙ্গু আক্রান্ত বাহক অন্য জায়গায় ভ্রমণ করার মাধ্যমে রোগটি ছড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ একজন আক্রান্ত ব্যক্তি যখন অন্যত্র ভ্রমণ করেন সেখানে তাকে এডিস মশা কামড়ালে সেই মশার ভেতরেও ডেঙ্গুর জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। সেসব মশা যাদের কামড়ায় তাদের ডেঙ্গুরোগ হতে পারে। এডিস মশা সাধারণত একাধিক ব্যক্তিকে কামড়ায়, তাই ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তিকে এ মশা কামড়ানোর পর একই মশা অন্য ব্যক্তিকে কামড়ালে তার শরীরেও ডেঙ্গু ভাইরাস সংক্রমণ হতে পারে।

সাধারণত বর্ষা মৌসুমে এডিস মশার প্রজনন বৃদ্ধি পায় বলে এ সময়ই ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এমন ধারণা প্রচলিত থাকলেও বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে বছরের যে কোনো সময় এ মশার বংশবিস্তার ঘটে এবং ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। সে জন্য ডেঙ্গুরোগ প্রতিরোধে বছরব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। ডেঙ্গু রোগের স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে এদেশের জনগণকে রক্ষার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগসহ সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সরকারি/বেসরকারি সংস্থা, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বিত ও কার্যকর অংশগ্রহণ প্রয়োজন। স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক 'ডেঙ্গুরোগসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকা প্রকাশ করা হলো। নির্দেশিকাটি সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং অংশীজনের জন্য প্রয়োগযোগ্য হবে।

নির্দেশিকাটি প্রণয়নে সর্বোত্তম সমর্থন ও দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য আমি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি'র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ নির্দেশিকা প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন ১ ও ২) যুগ্মসচিব (পলিসি সাপোর্ট), সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সকল অংশীজনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ নির্দেশিকাটি মুদ্রণ ও প্রকাশনায় আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ইউনিসেফকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ডেঙ্গুরোগ প্রতিরোধে ফলপ্রসূ ও কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণে প্রণীত নির্দেশিকাটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা করবে এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর ফলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও সরকারের রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের মাধ্যমে উন্নত দেশে রূপান্তর সহজতর হবে।

হেলালুদ্দীন আহমদ

সূচিপত্র

ভূমিকা	১
ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন অংশীজনের করণীয়	২
সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে করণীয়	৫
পৌরসভা পর্যায়ে করণীয়	৮
ইউনিয়ন পর্যায়ে করণীয়	১১
জেলা পর্যায়ে করণীয়	১৩
উপজেলা পর্যায়ে করণীয়	১৫
সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে করণীয়	১৫
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহের অধিক্ষেত্রে করণীয়	১৬
আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর করণীয়	১৬
সামরিক স্থাপনা, বিমানবন্দর, রেলওয়েসহ বিভিন্ন সংরক্ষিত এলাকা ও KPI-এর জন্য করণীয়	১৬
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য করণীয়	১৬
হাসপাতাল/মেডিকেল সেন্টার/বেসরকারি ক্লিনিকসমূহের করণীয়	১৭
ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে ব্যক্তি পর্যায়ে করণীয় বিষয়ে নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	১৭
মশার লার্ভিসাইড ও এডাল্টিসাইড ক্রয়/সংগ্রহ ও প্রয়োগ	১৭
ডেঙ্গু প্রতিরোধ কার্যক্রম মনিটরিং	১৮
সংযোজনী	২০

১. ভূমিকা

মশাবাহিত প্রধান প্রাণঘাতী বিভিন্ন রোগের মধ্যে অন্যতম হলো ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া, জিকা, এনসেফালাইটিস (Encephalitis) ও লিমফেটিক ফাইলেরিয়াসিস। স্ত্রী 'অ্যানোফিলিস' মশার মাধ্যমে ম্যালেরিয়া, কিউলেক্স মশার মাধ্যমে এনসেফালাইটিস এবং এডিস মশার মাধ্যমে ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও জিকা রোগের জীবাণু মানবদেহে প্রবেশ করে। মশক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এ সকল রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ডেঙ্গু ভাইরাসের বাহক এডিস মশার দুটি প্রজাতি রয়েছে, এরা হলো Aedes aegypti ও Aedes albopictus। এর মধ্যে Aedes aegupti হলো প্রাইমারি ভেক্টর এবং Aedes albopictus হলো সেকেন্ডারি ভেক্টর। Aedes aegypti মানুষের বাড়ির কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে। এটি শহুরে মশা হিসেবেও পরিচিত। এগুলি কৃত্রিম জলের পাত্রে বংশবিস্তার করে। অপরদিকে Aedes albopictus বিশেষত বাড়ির বাইরের গ্রামীণ অঞ্চলে গাছপালা, পাতার অ্যাক্সিল, গাছের গর্ত ইত্যাদিতে জমা পানিতে প্রজনন করে থাকে। ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি প্রজাতি রয়েছে, যথা: (i) DEN1 (ii) DEN2 (iii) DEN3 (iv) DEN4।

এডিস মশাবাহিত চার ধরনের ভাইরাসের যে কোন একটির সংক্রমণে যে অসুস্থতা হয় সেটাই ডেঙ্গুরোগ নামে পরিচিত। এর সাধারণত দু'টি ধরন রয়েছে, ১. ক্লিনিক্যাল ডেঙ্গু জ্বর, ২. হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর বা ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার। সম্ভাব্য ডেঙ্গু জ্বরের ঘটনার প্রথম বিবরণ পাওয়া জিন বংশের (২৬৫-৪২০ খ্রিস্টাব্দ) এক চীনা মেডিক্যাল এনসাইক্লোপিডিয়ায়, যেখানে উড়ন্ত পতঙ্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত "জলীয় বিষ"-এর কথা বলা হয়েছে। অবশ্য অন্য সূত্র থেকে জানা যায় চীনে এ রোগটি ৯৯২ খ্রিস্টাব্দে শনাক্ত হয়েছিল। ডেঙ্গু মহামারির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রথম বিবরণ পাওয়া যায় ১৭৭৯ ও ১৭৮০ সালে যখন এক মহামারির কবলে পড়েছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও উত্তর আমেরিকা।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিন বলছে, আঠারো ও উনিশ শতকের দিকে বিশ্বব্যাপী যখন জাহাজ শিল্পের বিকাশ ঘটতে থাকে, বন্দর নগরীগুলো গড়ে উঠতে শুরু করে এবং শহর এলাকা তৈরি হয়; তখন ডেঙ্গুর জীবাণুবাহী ভেক্টর Aedes aegypti প্রজাতির এডিস মশা ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এডিস মশাবহিত জ্বরকে "ডেঙ্গু জ্বর" বলে নামকরণ করা হয় ১৭৭৯ সালে। এর পরের বছর প্রায় একই সময়ে এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকায় এ জ্বর ব্যাপকভাবে দেখা যায়। শরীরে ব্যথা হত বলে একে 'হাড়ভাঙ্গা জ্বর' বলেও ডাকা হতো। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী ১৯৫০ সালে ডেঙ্গু ফিলিপাইন এবং থাইল্যান্ডে মহামারি আকারে দেখা দেয়, কিন্তু বর্তমানে একশোটিরও বেশি দেশে ডেঙ্গু জ্বর হতে দেখা যায়।

ডেঙ্গু জ্বরে প্রতি বছর আক্রান্ত হচ্ছে কয়েক কোটি মানুষ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে এডিস স্ত্রী জাতীয় মশার কামড়ে ডেঙ্গু রোগ হয়। জমে থাকা পরিষ্কার বা স্বচ্ছ পানিতে এ মশার জন্ম হয়। একে 'সবচেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া রোগ' বলে বর্ণনা করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। বাংলাদেশে প্রথম ঢাকায় ডেঙ্গু জ্বর শনাক্ত হয় ২০০০ সালে। তাই তখন একে 'ঢাকা ফিভার' বলা হত, তবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এটি ডেঙ্গু জ্বর বলে শনাক্ত করেন। পরবর্তীতে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলায়ও কিছু কিছু ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়।

বাংলাদেশে ২০১৯ সালে এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গুর প্রকোপ অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পায়। এ কারণে ডেঙ্গু জ্বরের জীবাণু বহনকারী এডিস মশা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য মানুষের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়। এডিস মশা মাঝারি আকারের হয় এবং দেহে সাদা কালো ডোরাকাটা দাগ থাকে। এর অ্যান্টেনা কিছুটা লোমশ হয়। পুরুষ মশার অ্যান্টেনা স্ত্রী মশার চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি লোমশ হয়। সাধারণত এডিস মশার কামড়ানোর হার সবচেয়ে বেশি থাকে সূর্যোদয়ের পর দুই-তিন ঘন্টা এবং সূর্যাস্তের আগের কয়েক ঘন্টা। যে এডিস মশা ডেঙ্গুর জীবাণু বহন করে সে মশা কামড়ালে ডেঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এডিস মশার নিজের মধ্যে কোন ভাইরাস আপনা-আপনি জন্মায় না। যদি কোন এডিস মশা ডেঙ্গু রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে কামড়ায় তখন তার মধ্যে জীবাণু প্রবেশ করে। এ অবস্থায় যে কোন সুস্থ লোককে কামড়ালে তিনি আক্রান্ত হতে পারেন। অন্যদিকে এ ভাইরাস বহনকারী মশা ডিম পাড়লে (যা প্রতিবারে ১০০-২০০টি হতে পারে) সবগুলি ডিম থেকে জন্ম নেয়া মশার মধ্যে ভাইরাস থাকবে এবং ঐ সব জন্মগ্রহণকারী মশা যাকে কামড়াবে তিনিই আক্রান্ত হতে পারেন। অতঃপর সে মশা অন্য ডেঙ্গু রোগিকে না কামড়ালেও তার থেকে জন্ম নেয়া সকল মশা ডেঙ্গুর বাহক হবে এবং এ ভাবে জ্যামিতিক আকারে এর সংখ্যা বিস্তার লাভ করবে।

২. ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন অংশীজনের করণীয়

ডেঙ্গুরোগ প্রতিরোধের দায়িত্ব সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর-সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর বর্তায়। এছাড়া বেসরকারি সংস্থা, গণমাধ্যম, এনজিও, বিভিন্ন সংগঠনসহ দেশের সকল নাগরিকের এ রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন আবশ্যক। তাই বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। গত ২০১৯ সালে দেশে ব্যাপকভাবে ডেঙ্গুরোগ দেখা দেয়। ঐ পরিস্থিতিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ এর আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণে ডেঙ্গু প্রতিরোধে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করে ডেঙ্গুরোগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কিছু দুঃখজনক মৃত্যু ও ব্যাপক লোক আক্রান্ত হওয়ায় জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। এ অভিজ্ঞতার আলোকে ২০২০ সালের শুরু থেকেই স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র নেতৃত্বে স্থানীয় সরকার বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশনসমূহ ও সকল অংশীজনকে নিয়ে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করে সফলতা লাভ করে। গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আরও পর্যালোচনা করে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একাধিক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ নির্দেশিকা প্রণীত হয়েছে।

উল্লেখ্য, সাধারণত বর্ষা মৌসুমে এডিস মশার প্রজনন বৃদ্ধি পায় বলে এ সময়ই ডেঙ্গুরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এমন ধারণা প্রচলিত থাকলেও বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে বছরের যেকোন সময় কম বেশি ডেঙ্গুরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সে জন্য **"জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর, মশক নিধন বছরভর"** এ প্রতিপাদ্যের আলোকে ডেঙ্গুরোগ প্রতিরোধে বছরব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এ নির্দেশিকাতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে জাতীয় পর্যায়ে এবং সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন অংশীজনের দায়িত্ব ও করণীয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

২.১ জাতীয় পর্যায়ে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের করণীয়

২.১.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ ডেঙ্গু প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর-সংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, গণযোগাযোগ মাধ্যম ও এনজিওসহ সকল অংশীজনের দায়িত্ব নির্ধারণ ও সমন্বয় সাধন;

২.১.২ সারাদেশে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিনস্ত দপ্তর/সংস্থা, বিভাগ/জেলা/উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয়, প্রতিষ্ঠানসমূহ ও অন্যান্য সকল স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাসহ মশকের লার্ভা জন্মানোর স্থান বিনষ্টকরণে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান;

২.১.৩ ডেঙ্গু প্রতিরোধে বছরব্যাপী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদানসহ গৃহীত কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং;

২.১.৪ সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়নের অনুকূলে প্রদেয় আর্থিক সহায়তা বা বরাদ্দের একটি অংশ মশক নিয়ন্ত্রণে ব্যয় করার জন্য নির্দেশনা জারি;

২.১.৫ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয় এমন কীটনাশক [লার্ভিসাইড, এডাল্টিসাইড, Insect Growth Regulator (IGR) ইত্যাদি] সংগ্রহ, কীটনাশকের আদর্শ মাত্রা নির্ধারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান এবং কীটনাশকের ব্যবহারের বিষয়ে ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি তদারকি;

২.১.৬ মশকের বংশবিস্তার রোধ ও প্রজননস্থল ধ্বংস করার জন্য কীটনাশক আমদানির লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া সহজিকরণে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের/কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

২.১.৭ কার্যকর ডেঙ্গু প্রতিরোধে লার্ভিসাইড ও এডাল্টিসাইড সকলের জন্য সহজলভ্য করা এবং ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যবহারের জন্য ready for use হিসেবে লার্ভিসাইড ও এডাল্টিসাইড বাজারজাত করার লক্ষ্যে ব্যক্তি/উদ্যোক্তাদের আমদানিতে উৎসাহিত ও প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ;

২.১.৮ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধকল্পে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল অনুমোদন প্রদান এবং আউটসোর্সিং/দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে জনবল নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান;

২.১.৯ জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সকল গণমাধ্যমে সময়োপযোগী প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা, বিটিভিসহ সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেল, প্রিন্ট মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার;

২.১.১০ সিটি কর্পোরেশন, বিভাগ, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন হতে প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

২.১.১১ মশকের বংশবিস্তার রোধে সফলতা অর্জনকারী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বীকৃতি/পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করা;

২.১.১২ প্রতিবছর দেশব্যপী মশক নিধনে পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ/পক্ষ পালনের নির্দেশনা প্রদান;

২.১.১৩ প্রতি বছরের ২০ আগস্ট 'বিশ্ব মশা দিবস' পালন এবং নির্ধারিত দিনে মশক নিধনে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণসহ ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা;

২.১.১৪ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC)-এর সহযোগিতায় মোবাইল ফোনে মশকের বংশবিস্তার রোধ এবং মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে জনগণকে বিভিন্ন সচেতনতামূলক ক্ষুদেবার্তা ও অডিও বার্তা প্রেরণ;

২.১.১৫ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থায় ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে 'ফোকাল পার্সন' নিয়োগের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

২.১.১৬ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র নেতৃত্বে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে নিম্নরূপ একটি **"ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কমিটি"** দায়িত্ব পালন করবে:

"ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কমিটি"

১.	মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	-	সভাপতি
২.	মাননীয় মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য
৩.	মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য
৪.	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	-	সদস্য
৬.	সিনিয়র সচিব/সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ	-	সদস্য
৭.	সিনিয়র সচিব/সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	-	সদস্য
৮.	সিনিয়র সচিব/সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	-	সদস্য
৯.	সিনিয়র সচিব/সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	-	সদস্য
১০.	সিনিয়র সচিব/সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	-	সদস্য
১১.	সিনিয়র সচিব/সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১২.	সিনিয়র সচিব/সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৩.	সিনিয়র সচিব/সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৪.	সিনিয়র সচিব/সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৫.	সিনিয়র সচিব/সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৬.	সিনিয়র সচিব/সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৭.	সিনিয়র সচিব/সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৮.	সিনিয়র সচিব/সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
১৯.	প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	-	সদস্য
২০.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ওয়াসা (সকল)	-	সদস্য
২১.	চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	-	সদস্য
২২.	প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	-	সদস্য
২৩.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (সকল)	-	সদস্য
২৪.	সিনিয়র সচিব/সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি:

ক) সারাদেশে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং গৃহীত ও বাস্তবায়িত কার্যক্রম পর্যালোচনা, মূল্যায়ন, তদারকি ও সমন্বয় সাধন;

খ) প্রয়োজনীয় গবেষণা পরিচালনা, জাতীয় নীতিমালা/কৌশলপত্র প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

গ) প্রয়োজন অনুযায়ী অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ;

ঘ) কমিটি বছরে ন্যূনতম ৪টি সভা করবে;

ঙ) প্রয়োজনে অতিরিক্ত সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

২.১.১৭ স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন)-এর নেতৃত্বে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার ডেঙ্গু প্রতিরোধ কার্যক্রম পর্যালোচনা ও তদারকির জন্য নিম্নরূপ "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক সমন্বয় কমিটি" দায়িত্ব পালন করবে:

"ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক সমন্বয় কমিটি"

১.	অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সভাপতি
২.	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (প্রশাসন/উপজেলা/ইউনিয়ন/নগর উন্নয়ন-১ ও ২ পানি সরবরাহ/উন্নয়ন/মনিটরিং ও মূল্যায়ন অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য
৩.	ফোকাল পার্সন, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	-	সদস্য
৪.	ফোকাল পার্সন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	-	সদস্য
৫.	ফোকাল পার্সন, ওয়াসা (সকল)	-	সদস্য
৬.	পরিচালক, স্থানীয় সরকার (সকল বিভাগ)	-	সদস্য
৭.	ফোকাল পার্সন, সিটি কর্পোরেশন (সকল)	-	সদস্য
৮.	উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ	-	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি:

ক) সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও আওতাধীন দপ্তর-সংস্থার ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যালোচনা ও তদারকি;

খ) জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন;

গ) সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি;

ঘ) দেশব্যাপী ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও সুপারিশ জাতীয় কমিটির নিকট উপস্থাপন;

ঙ) কমিটি প্রতিমাসে ন্যূনতম ১টি সভা করবে;

চ) প্রয়োজনে অতিরিক্ত সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

৩. সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে করণীয়

৩.১ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর তৃতীয় তফসিল (ধারা ৪১) এর ক্রমিক নং ৫,৭ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধান অনুযায়ী জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নকল্পে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৩.২ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর সপ্তম অধ্যায়ের ধারা ৫০ (গ)-তে বর্ণিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির দায়িত্বের অংশ হিসেবে জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে মশক নিধনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

৩.৩ ইমারত/বাসা/বাড়িতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন ২০০৯ এর তৃতীয় তফসিলের ক্রমিক নং ১.২ এর বিধান নিম্নরূপঃ

"কোন ইমারত বা জায়গা অস্বাস্থ্যকর বা ক্ষতিকর অবস্থায় থাকিলে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা উহার মালিক বা দখলদারকে-----

(ক) উহা পরিষ্কার করিতে বা যথাযথ অবস্থায় রাখিতে।

(খ) উহা স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখিতে।

(গ) উক্ত ইমারতের চুনকাম করিতে এবং নোটিশে উল্লেখিত রূপে ইহার অপরিহার্য মেরামতের ব্যবস্থা করিতে। এবং

(ঘ) উক্ত ইমারত বা জায়গা, স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখার জন্য অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।"

উক্ত বিধান অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশনসমূহ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে অবস্থিত ইমারত/বাসা/বাড়ির মালিক বা বসবাসকারীদের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ মশকের বংশ বিস্তার রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৩.৪ বছরব্যাপী সমন্বিত মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সিটি কর্পোরেশন সংযুক্তি ১ এর নমুনা ছক অনুযায়ী একটি বছরব্যাপী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবে। কর্মপরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াদিসহ প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে: (১) ওয়ার্ডগুলিকে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সাব-জোন/ ব্লকে বিভক্ত করা এবং ব্লকভিত্তিক মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা (২) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্রয় (৩) কীটনাশক ক্রয় (৪) লার্ভিসাইড ও এডাল্টিসাইড প্রয়োগ (৫) প্রচার/প্রচারণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম-(ক) মাইকিং (খ) লিফলেট ছাপানো ও বিতরণ (গ) মসজিদ/মন্দির/গীর্জা/প্যাগোডা হতে সচেতনতামূলক বার্তা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ (ঘ) পত্রিকা, বেতার-টেলিভিশন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার ইত্যাদি (৬) পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা (৭) পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ পরিদর্শনের জন্য দায়িত্ব প্রদান (৮) গৃহীত কার্যক্রম মনিটরিং ইত্যাদি;

৩.৫ ওয়ার্ড পর্যায়ে "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কমিটি" গঠন ও পুনর্গঠন;

৩.৬ ওয়ার্ডসমূহকে দশ বা প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছোট ছোট সাব-জোন/ব্লকে বিভক্ত করে নিবিড়ভাবে কাজ করার জন্য শিক্ষক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা;

৩.৭ সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকায় এডিস মশার প্রজননক্ষেত্র চিহ্নিত করা, তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও নিয়মিত হালনাগাদ করা এবং ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট বক্সে বর্ণিত তথ্য আপলোড ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ;

৩.৮ মশক নিধন কার্যক্রমে ব্যবহৃত কীটনাশক নির্বাচন, কার্যকারিতা পরীক্ষা, ক্রয় প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে কারিগরি কমিটি গঠন;

৩.৯ সিটি কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক medical entomologist এর পদ সৃজন ও নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ;

৩.১০ মশক নিধন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি;

৩.১১ মেয়রের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রতি মাসে সভা করে মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;

৩.১২ সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে আওতাধীন ওয়ার্ডসমূহের মশক নিধন কার্যক্রম মনিটর করা;

৩.১৩ জাতীয় কমিটি ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সমন্বয় কমিটির সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৩.১৪ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বিভিন্ন নর্দমা, খাল, জলাশয় সংস্কার ও নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করা;

৩.১৫ জৈব/প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পরিষ্কারকৃত জলাশয়ে মশার লার্ভা ধ্বংসের জন্য মাছ চাষের কার্যক্রম গ্রহণ;

৩.১৬ রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সাপ্তাহিক রুটিন করে সকাল ৮.০০ টা হতে সকাল ১১.০০ টা পর্যন্ত লার্ভিসাইডিং এবং অপরাহ্ন হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এডাল্টিসাইডিং কার্যক্রম পরিচালনা;

৩.১৭ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পর্যায়ে বিভিন্ন অংশীজনদের নিয়ে নিয়মিতভাবে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

৩.১৮ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিয়মিত লিফলেট বিতরণ ও মাইকিং, বিলবোর্ড স্থাপন এবং এ কাজে মসজিদ, মন্দির, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনকে সম্পৃক্তকরণ;

৩.১৯ নগরবাসীকে সচেতন করা এবং বিভিন্ন কল্যাণ সমিতি/সোসাইটি, রাজউক, বিআরটিএ, ওয়াসা, সিভিল এভিয়েশন, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, মেট্রোপলিটন পুলিশ, রিহ্যাব, মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ (শুধুমাত্র ঢাকার জন্য), বাসডিপো, রেলস্টেশন, এবং বাস, ট্রাক ও লঞ্চ টার্মিনাল ইত্যাদি কর্তৃপক্ষকে সম্পৃক্তকরণ;

৩.২০ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে ডেঙ্গু রোগীর ঠিকানা সংগ্রহ করে রোগীদের বাড়িতে ও চারপাশের কমপক্ষে ৫০ টি বাড়িতে এডিস মশা নিধনে বিশেষ অভিযান পরিচালনা;

৩.২১ মশকের লার্ভা নিধনের জন্য অ্যাপসের মাধ্যমে ও অনলাইনে নাগরিকদের নিকট হতে মশকের প্রজনন ও বংশ বিস্তারের তথ্য সংগ্রহ ও আবেদন দাখিলের ব্যবস্থাকরণ এবং আবেদন অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে মশার প্রজননস্থল বিনষ্টের কার্যক্রম গ্রহণ;

৩.২২ মশার লার্ভার উৎসস্থল বিনষ্টে প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ হিসাবে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;

৩.২৩ মশক নিধন কার্যক্রম গতিশীল ও জোরদারকরণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা;

৩.২৪ গণপরিবহন ও ব্যক্তিগত যানবাহনে স্ব স্ব কর্তৃপক্ষ/মালিক-এর মাধ্যমে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করা;

৩.২৫ সরকারি ও বেসরকারি আবাসিক/বাণিজ্যিক/শিল্প এলাকার সমিতি/কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে সকল ভবন ও এলাকাসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা;

৩.২৬ বসতবাড়ি, নির্মাণাধীন স্থাপনা ও এডিস মশার অন্যান্য প্রজননস্থল মশক নিধন কর্মীগণের মাধ্যমে নিয়মিত পরিদর্শন করে কীটনাশক প্রয়োগ;

৩.২৭ মসজিদের ইমাম/খতিব, মন্দিরের পুরোহিত, গীর্জার ফাদার এর মাধ্যমে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

৩.২৮ সিটি কর্পোরেশনের প্রত্যেক অর্থ-বছরের বাজেটে মশক নিধনের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা;

৩.২৯ শহরের বস্তিগুলি ঘনবসতিপূর্ণ এবং সেখানে তুলনামূলকভাবে নাগরিক সুবিধা কম থাকায় বস্তি এলাকায় মশক নিধন কার্যক্রম বিশেষভাবে মনিটর করা;

৩.৩০ সিটি কর্পোরেশনে জনঅংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় ডেঙ্গু প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনা করে সাধারণ নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

৩.৩১ সিটি কর্পোরেশন এলাকার সকল শপিংমল, বাজার ও দোকান মালিক সমিতি/ ব্যবসায়ী সমিতিকে সম্পৃক্ত করে শপিংমল, বাজার ও মার্কেটগুলোতে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ;

৩.৩২ এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১২-তে বর্ণিত বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;

৩.৩৩ এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১৪-তে বর্ণিত বিষয়ে সাধারণ নাগরিকদের সচেতন করার লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ;

৩.৩৪ মশক নিধনকল্পে কীটনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ নির্দেশিকার ১৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ।

সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কমিটি

১।	মেয়র	- সভাপতি
২।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন	- সদস্য
৩।	প্রধান প্রকৌশলী, সিটি কর্পোরেশন	- সদস্য
৪।	সচিব, সিটি কর্পোরেশন	- সদস্য
৫।	স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি	- সদস্য
৬।	প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন	- সদস্য
৭।	প্রধান বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন	- সদস্য
৮।	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (সকল)	- সদস্য
৯।	সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিব	- সদস্য
১০।	বিশেষজ্ঞ (একাডেমিয়া/গবেষণা প্রতিষ্ঠান)-২ জন (সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১১।	প্রতিনিধি, বাস/ট্রাক/রেল/লঞ্চ স্টেশন/টার্মিনাল (সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১২।	প্রতিনিধি, বাস/ট্রাক/লঞ্চ মালিক সমিতি (সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৩।	এনজিও প্রতিনিধি (সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৪।	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/উপ-প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/ মেডিকেল অফিসার, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন	-সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি:

ক) ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে কার্যক্রম গ্রহণ, পর্যালোচনা ও তদারকি;
খ) ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
গ) সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও তদারকি;
ঘ) জাতীয় কমিটি ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন;
ঙ) কমিটি প্রতিমাসে ন্যূনতম ১টি সভা করবে;
চ) প্রয়োজনে অতিরিক্ত সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

ওয়ার্ড পর্যায়ে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কমিটি

১।	কাউন্সিলর, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড	-সভাপতি
২।	ওয়ার্ডে অবস্থিত মেডিকেল সেন্টারের মেডিকেল অফিসার (সকল) (যদি থাকে)	- সদস্য
৩।	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের (মসজিদ/মন্দির/গীর্জা/প্যাগোডা) প্রতিনিধি (সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৪।	সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৫।	প্রতিনিধি, বেসরকারি ক্লিনিক (সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৬।	প্রতিনিধি, বাস/ট্রাক মালিক সমিতি (সকল) (সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৭।	প্রতিনিধি, বাস/ট্রাক/লঞ্চ/রেল স্টেশন (সকল) (সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৮।	প্রতিনিধি, ফ্ল্যাট মালিক সমিতি (সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৯।	প্রতিনিধি, বণিক সমিতি (সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১০।	ওয়ার্ড সচিব	- সদস্য-সচিব

সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর এ কমিটি'র উপদেষ্টা হবেন।

কার্যপরিধি:
ক) ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
খ) সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রণীত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
গ) সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ের ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন;
ঘ) কমিটি প্রতিমাসে ন্যূনতম ১টি সভা করবে;
ঙ) প্রয়োজনে অতিরিক্ত সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

সিটি কর্পোরেশন এ নির্দেশিকা প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে কমিটিসমূহ গঠন করে স্থানীয় সরকার বিভাগকে অবহিত করবে।

৪. পৌরসভা পর্যায়ে করণীয়

৪.১ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এর দ্বিতীয় তফসিল এর ক্রমিক নং ১, ২, ৭, ৯ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধান অনুযায়ী নাগরিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করা;

৪.২ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৫৫ নং ধারায় বর্ণিত নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে মশক নিধনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৪.৩ ইমারত/বাসা/বাড়িতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ এর দ্বিতীয় তফসিলের ক্রমিক নং ২ এর বিধান নিম্নরূপ:
"কোন ইমারত বা জায়গা অস্বাস্থ্যকর বা ক্ষতিকর অবস্থায় থাকিলে, পৌরসভা নোটিশ দ্বারা ইহার মালিক বা দখলদারকে-
(ক) তাহা পরিষ্কার করিতে বা যথাযথ অবস্থায় রাখিতে,
(খ) তাহা অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় না রাখিতে,
(গ) চুনকাম করিতে এবং নোটিশে উল্লেখিত রূপে ইহার অপরিহার্য মেরামতের ব্যবস্থা করিতে, এবং
(ঘ) উক্ত ইমারত বা জায়গা, স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখিবার জন্য অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিতে পারিবে।"

উক্ত বিধান অনুযায়ী পৌরসভাসমূহ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে অবস্থিত ইমারত/বাসা/বাড়ির মালিক বা বসবাসকারীদের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ মশকের বংশ বিস্তার রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৪.৪ বছরব্যাপী সমন্বিত মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংযুক্তি ১ এর নমুনা ছক অনুযায়ী পৌরসভা নিজস্ব কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবে। কর্মপরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াদিসহ প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত থাকবে: (১) ওয়ার্ডগুলিকে প্রয়োজন অনুযায়ী সাব-জোন/ ব্লকে বিভক্ত করে মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা (২) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ/ক্রয় (৩) কীটনাশক ক্রয় (৪) মাঠ পর্যায়ে স্প্রে করার জন্য টিম গঠন (৪) প্রচার/প্রচারণা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম- (ক) মাইকিং (খ) লিফলেট ছাপানো ও বিতরণ (গ) মসজিদ/মন্দির/গীর্জা/প্যাগোডা হতে সচেতনতামূলক বার্তা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ (ঘ) স্থানীয় পত্রিকা ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার ইত্যাদি (৫) পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা (৬) পরিকল্পনা অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য দায়িত্ব প্রদান (৭) গৃহীত কার্যক্রম মনিটরিং ইত্যাদি;

৪.৫ পৌরসভা ও ওয়ার্ড পর্যায়ে "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কমিটি" গঠন/পুনর্গঠন;

৪.৬ পৌরসভার আওতাভুক্ত এলাকায় এডিস মশার প্রজননক্ষেত্র চিহ্নিত করা, তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট বক্সে বর্ণিত তথ্য আপলোড ও নিয়মিত হালনাগাদকরণ;

৪.৭ মশক নিধন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি;

৪.৮ মেয়র এর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি প্রতি মাসে সভা করে মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। স্থানীয় সরকার বিভাগের সকল নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.৯ পৌরসভার আওতাধীন এলাকায় বিভিন্ন নর্দমা, খাল, জলাশয় নিয়মিতভাবে সংস্কার ও পরিষ্কার করা;

৪.১০ জৈব/প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জলাশয়ে মশার লার্ভা ধ্বংসের জন্য মাছ চাষের কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.১১ প্রয়োজনে প্রতি ওয়ার্ডকে সাব-জোন/ব্লকে ভাগ করা এবং সাপ্তাহিক রুটিন করে সকাল ৮.০০ টা হতে সকাল ১১.০০ টা পর্যন্ত লার্ভিসাইডিং ও অপরাহ্ন হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত এডাল্টিসাইডিং কার্যক্রম পরিচালনা;

৪.১২ ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ নিয়ন্ত্রণে ওয়ার্ড পর্যায়ে বিভিন্ন অংশীজনদের নিয়ে নিয়মিতভাবে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.১৩ মশক নিয়ন্ত্রণে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিয়মিত লিফলেট বিতরণ এবং এ কাজে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনকে সম্পৃক্তকরণ;

৪.১৪ স্বাস্থ্য বিভাগ হতে প্রাপ্ত ডেঙ্গু রোগীর ঠিকানা সংগ্রহ করে রোগীদের বাড়িতে ও চারপাশের কমপক্ষে ৫০ টি বাড়িতে এডিস মশা নিধনে বিশেষ অভিযান পরিচালনা;

৪.১৫ মশকের লার্ভার নিধনের জন্য অ্যাপসের মাধ্যমে বা অনলাইনে নাগরিকদের নিকট হতে আবেদন দাখিলের ব্যবস্থা রাখা এবং আবেদন অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে এডিস মশার প্রজননস্থল বিনষ্টকরণের কার্যক্রম গ্রহণ;

৪.১৬ মশার লার্ভার উৎসস্থল বিনষ্টকরণে আইনি পদক্ষেপ হিসাবে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.১৭ মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গতিশীল ও জোরদারকরণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা;

৪.১৮ গণপরিবহন ও ব্যক্তিগত যানবাহনে স্ব স্ব কর্তৃপক্ষ/মালিক-এর মাধ্যমে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করা;

৪.১৯ সরকারি ও বেসরকারি আবাসিক/বাণিজ্যিক/শিল্প এলাকার সমিতি/কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে সকল ভবন ও এলাকাসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করা;

৪.২০ পৌরসভার প্রত্যেক অর্থ-বছরের বাজেটে মশক নিধনের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা;

৪.২১ ওয়ার্ড পর্যায়ে আয়োজিত বিভিন্ন সভা ও উন্মুক্ত বাজেট সভায় অংশগ্রহণকারীদের ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক বার্তা প্রদান;

৪.২২ পৌরসভা এলাকার সকল শপিংমল, বাজার ও দোকান মালিক সমিতি/ব্যবসায়ী সমিতিকে সম্পৃক্ত করে শপিংমল, বাজার ও মার্কেটগুলোতে সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিতকরণ;

৪.২৩ মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জনের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে;

৪.২৪ এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১২-তে বর্ণিত বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;

৪.২৫ এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১৪-তে বর্ণিত বিষয়ে সাধারণ নাগরিকদের সচেতন করার লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ;

৪.২৬ মশক নিধনকল্পে কীটনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ নির্দেশিকার ১৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত দিকনির্দেশনা অনুসরণ।

পৌরসভা পর্যায়ে "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কমিটি"

১।	মেয়র	- সভাপতি
২।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব	- সদস্য
৩।	কাউন্সিলর (সকল)	- সদস্য
৪।	সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর (সকল)	- সদস্য
৫।	স্যানিটারি ইন্সপেক্টর	- সদস্য
৬।	প্রতিনিধি, বাস টার্মিনাল (পৌরসভা কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৭।	সভাপতি, বাস/ট্রাক মালিক সমিতি (পৌরসভা কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৮।	এনজিও প্রতিনিধি (পৌরসভা কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৯।	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের (মসজিদ/মন্দির/গীর্জা/প্যাগোডা) প্রতিনিধি (পৌরসভা কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১০।	যুব সংগঠনের প্রতিনিধি (পৌরসভা কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১১।	সমাজসেবা সংগঠনের প্রতিনিধি (পৌরসভা কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১২।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান (২ জন) (মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৩।	বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি (মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৪।	প্রাইভেট ক্লিনিক প্রতিনিধি (মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৫।	শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি (মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৬।	নির্বাহী প্রকৌশলী/ সহকারী প্রকৌশলী/ স্যানিটারি ইন্সপেক্টর পৌরসভা	- সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি:

ক) ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা ও তদারকি;
খ) পৌরসভায় ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
গ) পৌরসভার ওয়ার্ড পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও তদারকি;
ঘ) জাতীয় কমিটি ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন;
ঙ) কমিটি প্রতিমাসে ন্যূনতম ১টি সভা করবে;
চ) প্রয়োজনে অতিরিক্ত সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

পৌরসভার ওয়ার্ড পর্যায়ে "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কমিটি"

১।	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর	-সভাপতি
২।	ওয়ার্ডে অবস্থিত মেডিকেল সেন্টারের মেডিকেল অফিসার (যদি থাকে)	- সদস্য
৩।	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের (মসজিদ/মন্দির/গীর্জা/প্যাগোডা) প্রতিনিধি (পৌরসভা কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৪।	সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (সকল)	- সদস্য
৫।	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	- সদস্য
৬।	প্রতিনিধি, বেসরকারি ক্লিনিক	- সদস্য
৭।	মাধ্যমিক/উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক	- সদস্য-সচিব

সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর এ কমিটির উপদেষ্টা হবেন।

কার্যপরিধি:

ক) ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
খ) পৌরসভা কর্তৃক প্রণীত ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন;
গ) পৌরসভা পর্যায়ের ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন;
ঘ) কমিটি প্রতিমাসে ন্যূনতম ১টি সভা করবে;
ঙ) প্রয়োজনে অতিরিক্ত সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

পৌরসভার মেয়র এ নির্দেশিকা প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে কমিটিসমূহ গঠন করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করবেন। জেলা প্রশাসক জেলার সকল পৌরসভার তথ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরিচালক স্থানীয় সরকার এর নিকট প্রেরণ করবেন এবং পরিচালক স্থানীয় সরকার স্ব স্ব বিভাগের কমিটি গঠনের তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করবেন।

৫. ইউনিয়ন পর্যায়ে করণীয়

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯ এর দ্বিতীয় তফসিলের ক্রমিক নম্বর ৪, ১০ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধান অনুযায়ী আওতাধীন এলাকায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিকতল্পে ইউনিয়ন পরিষদ মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

৫.১ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে মশক নিধন কার্যক্রম গ্রহণ;

৫.২ প্রতিটি ওয়ার্ডকে প্রয়োজনে একাধিক ব্লক/সাব-জোনে বিভক্ত করা এবং সংযুক্তি-১ এর নমুনা ছক অনুযায়ী একটি বছরব্যাপী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৫.৩ ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি (UDCC)-কে কার্যকর করা এবং সভায় আলোচনা করে সকল অংশীজনের সমন্বয়ে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা;

৫.৪ সকল কৃষি জমিতে স্থির পানিতে মশকের লার্ভা জন্মানো প্রতিরোধে দেশি প্রজাতির মাছ (পুঁটি, টাকি, শোল, তেলাপিয়া, কৈ ইত্যাদি) চাষের জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা;

৫.৫ ইউনিয়নের প্রত্যেক ওয়ার্ডের সকল ব্যক্তি ও পরিবারকে পরিচ্ছন্নতা চর্চার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রতি বছর প্রতিটি ওয়ার্ডের একটি বাড়ি/ পরিবারকে 'পরিচ্ছন্ন পরিবার' হিসেবে স্বীকৃতি/পুরস্কার প্রদান;

৫.৬ স্কাউট/ গার্লস গাইড ও যুবকদের সমন্বয়ে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা;

৫.৭ ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যেক অর্থ-বছরের বাজেটে মশক নিধনের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্ধ রাখা;

৫.৮ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯-অনুযায়ী জনগণের অংশগ্রহণে ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে বছরে ২টি ওয়ার্ড সভা আয়োজন করে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনগণের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহণ;

৫.৯ এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১২-তে বর্ণিত বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;

৫.১০ এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১৪-তে বর্ণিত বিষয়ে সাধারণ নাগরিকদের সচেতন করার লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ;

৫.১১ মশক নিধনকল্পে কীটনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ নির্দেশিকার ১৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত দিকনির্দেশনা অনুসরণ।

ইউনিয়ন পর্যায়ে "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কমিটি"

১।	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	- সভাপতি
২।	সংরক্ষিত মহিলা সদস্য (সকল)	- সদস্য
৩।	সাধারণ ওয়ার্ডের সদস্য (সকল)	- সদস্য
৪।	ইউনিয়ন পরিষদ সচিব	- সদস্য
৫।	যুব সংগঠনের প্রতিনিধি (ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৬।	স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি (ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৭।	পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের প্রতিনিধি (ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৮।	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের (মসজিদ/মন্দির/গীর্জা/প্যাগোডা) প্রতিনিধি (ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৯।	শিক্ষক প্রতিনিধি (ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১০।	প্রতিনিধি, বাজার কমিটি (বণিক সমিতি) (ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১১।	এনজিও প্রতিনিধি (ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১২।	গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধি (ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৩।	স্বাস্থ্য সহকারী, ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (FWC)	- সদস্য
১৪।	কৃষি বিভাগের প্রতিনিধি	- সদস্য
১৫।	আনসার প্রতিনিধি (ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১৬।	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য পরিদর্শক	- সদস্য-সচিব

কার্যপরিধিঃ
ক) ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
খ) ইউনিয়নের ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
গ) ওয়ার্ড পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও তদারকি;
ঘ) জেলা পর্যায়ের ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন;
ঙ) কমিটি প্রতিমাসে সভা করবে;
চ) প্রয়োজনে অতিরিক্ত সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ে "ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কমিটি"

১।	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বর	- সভাপতি
২।	যুব সংগঠনের প্রতিনিধি (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৩।	সেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৪।	ওয়ার্ড সংশ্লিষ্ট পরিবার পরিকল্পনা সহকারী	- সদস্য
৫।	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের (মসজিদ/মন্দির/গীর্জা/প্যাগোডা) প্রতিনিধি (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৬।	শিক্ষক প্রতিনিধি (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৭।	প্রতিনিধি, বাজার কমিটি (বণিক সমিতি) (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৮।	এনজিও প্রতিনিধি (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
৯।	গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধি (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১০।	আনসার প্রতিনিধি (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
১১।	ওয়ার্ড সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সহকারী	- সদস্য-সচিব

সংশ্লিষ্ট সংরক্ষিত আসনের মহিলা সদস্য এ কমিটি'র উপদেষ্টা হবেন।

কার্যপরিধিঃ
ক) ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
খ) ইউনিয়ন পর্যায়ের ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
গ) ইউনিয়ন পর্যায়ের ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন;
ঘ) কমিটি প্রতিমাসে সভা করবে;
ঙ) প্রয়োজনে অতিরিক্ত সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এ নির্দেশিকা প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে কমিটিসমূহ গঠন করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার কমিটি গঠনের তথ্য জেলা প্রশাসক এর নিকট প্রেরণ করবেন।

৬. জেলা পর্যায়ে করণীয়

৬.১ প্রত্যেক জেলায় মাসের ১ম কর্মদিবসে সকল সরকারি-বেসরকারি দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে অফিস প্রধানের নেতৃত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে মশকের প্রজননস্থল বিনষ্টে 'পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম' পরিচালনা এবং পরবর্তিতে প্রতি কর্মদিবসে নিয়মিতভাবে মশকের প্রজননস্থল বিনষ্টে কার্যক্রম পরিচালনা করবে;

৬.২ সংযুক্তি-১ এর নমুনা ছক অনুযায়ী জেলা পর্যায়ের ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;

৬.৩ জাতীয় কমিটির নির্দেশনা ও কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে প্রত্যেক জেলা পর্যায়ে সপ্তাহ/পক্ষকালব্যাপী 'পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন কার্যক্রম' পরিচালনা এবং জেলা পর্যায়ের সকল সরকারি-বেসরকারি দপ্তর/সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, পেশাজীবী সংগঠন, সামাজিক সংগঠন, যুব সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন ও সর্বস্তরের জনগণকে এ কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ;

৬.৪ ডেঙ্গু প্রতিরোধের বিষয়টি জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভার এজেণ্ডাভুক্ত করে এ বিষয়ে আলোচনা করা এবং জাতীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

৬.৫ প্রত্যেক জেলায় নিয়মিতভাবে 'পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন কার্যক্রম' পরিচালনা করা। জেলা পর্যায়ের সকল সরকারি-বেসরকারি দপ্তর/সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, পেশাজীবী সংগঠন, সামাজিক সংগঠন, যুব সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন ও সর্বস্তরের জনগণকে এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা;

৬.৬ পরিচ্ছন্নতা চর্চার ওপর জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত ও অন্যান্য ধর্মের নেতাদের সম্পৃক্ত করা এবং তাদের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধানের আলোকে নাগরিকদের সচেতন করা;

৬.৭ সকল সরকারি দপ্তর/সংস্থা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকদের জন্য পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং মশকের বংশ বিস্তার রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক/অবহিতকরণ সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণ ইত্যাদি আয়োজন;

৬.৮ জেলার সকল কৃষি জমিতে স্থির পানিতে দেশি প্রজাতির মাছ (পুঁটি, টাকি, শোল, তেলাপিয়া, কৈ ইত্যাদি) চাষের জন্য কৃষি/মৎস্য বিভাগের মাধ্যমে কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;

৬.৯ এডিস মশার লার্ভার উৎসস্থল বিনষ্টে প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ হিসাবে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;

৬.১০ মশক নিয়ন্ত্রণে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে জেলার শ্রেষ্ঠ উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ সরকারি/বেসরকারি দপ্তরকে স্বীকৃতি/পুরস্কার প্রদান;

৬.১১ এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১২-তে বর্ণিত বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;

৬.১২ এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১৪-তে বর্ণিত বিষয়ে সাধারণ নাগরিকদের সচেতন করার লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ;

৬.১৩ মশক নিধনকল্পে কীটনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ নির্দেশিকার ১৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত দিকনির্দেশনা অনুসরণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;

৬.১৪ মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং করার জন্য জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ সমন্বয় কমিটি কাজ করবে।

"জেলা পর্যায়ে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ সমন্বয় কমিটি"

১।	জেলা প্রশাসক	- সভাপতি
২।	পুলিশ সুপার	- সদস্য
৩।	সিভিল সার্জন	- সদস্য
৪।	মেয়র, পৌরসভা (সকল)	- সদস্য
৫।	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/সচিব, জেলা পরিষদ	- সদস্য
৬।	জেলা কমান্ডেন্ট, আনসার	- সদস্য
৭।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	- সদস্য
৮।	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	- সদস্য
৯।	নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	- সদস্য
১০।	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	- সদস্য
১১।	উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর	- সদস্য
১২।	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	- সদস্য
১৩।	জেলা মৎস্য অফিসার	- সদস্য
১৪।	জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার	- সদস্য
১৫।	উপপরিচালক, জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	-সদস্য
১৬।	জেলা শিক্ষা অফিসার	- সদস্য
১৭।	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	- সদস্য
১৮।	জেলা যুব উন্নয়ন অফিসার	- সদস্য
১৯।	জেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার	- সদস্য
২০।	প্রতিনিধি, জেলা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমাণ্ড	- সদস্য
২১।	সেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
২২।	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের (মসজিদ/মন্দির/গীর্জা/প্যাগোডা) প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
২৩।	এনজিও প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
২৪।	সভাপতি, বণিক সমিতি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
২৫।	গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	- সদস্য
২৬।	উপপরিচালক স্থানীয় সরকার	- সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি:

ক) ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ,বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা ও তদারকি;
খ) জেলা পর্যায়ের ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন;
গ) উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও তদারকি;
ঘ) জাতীয় কমিটি ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন;
ঙ) কমিটি বছরে ন্যূনতম ৪টি সভা করবে;
চ) প্রয়োজনে অতিরিক্ত সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে।

জেলা প্রশাসক এ নির্দেশিকা প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে কমিটি গঠন করে সংশ্লিষ্ট বিভাগের পরিচালক স্থানীয় সরকারকে অবহিত করবেন।

৭. উপজেলা পর্যায়ে করণীয়

৭.১ প্রত্যেক উপজেলায় মাসের ১ম কর্মদিবসে সকল সরকারি-বেসরকারি দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে অফিস প্রধানের নেতৃত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে মশকের প্রজননস্থল বিনষ্টে 'পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম' পরিচালনা করবে। এছাড়া নিয়মিতভাবে মশকের প্রজননস্থল বিনষ্টে কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখবে;

৭.২ উপজেলা পরিষদ সংযুক্তি-১ এর নমুনা ছক অনুযায়ী ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমের উপজেলা পর্যায়ের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে;

৭.৩ জাতীয় কমিটির নির্দেশনা ও কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে উপজেলা পর্যায়ে সপ্তাহ/পক্ষকালব্যাপী 'পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন কার্যক্রম' পরিচালনা করা। উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি-বেসরকারি দপ্তর/সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, পেশাজীবী সংগঠন, সামাজিক সংগঠন, যুব সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন ও সর্বস্তরের জনগণকে এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা;

৭.৪ উপজেলা পরিষদের মাসিক সভায় মশক নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি এজেণ্ডাভুক্ত করে মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ, নিয়মিত মনিটরিং এবং আওতাধীন ইউনিয়নসমূহের মশক নিধন কার্যক্রম মনিটরিং ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

৭.৫ মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বাজেটে বরাদ্দ নিশ্চিত করা;

৭.৬ নাগরিকদের পরিচ্ছন্নতা চর্চার ওপর জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিত ও অন্যান্য ধর্মের নেতাদের সম্পৃক্ত করা এবং তাদের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধানের আলোকে নাগরিকদের সচেতন করা;

৭.৭ উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়নসমূহকে মশক নিধন কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন ইউনিয়নকে মশক নিধনে সফলতার জন্য স্বীকৃতি/পুরস্কার প্রদান;

৭.৮ সকল সরকারি দপ্তর/সংস্থা/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকদের জন্য পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং মশকের বংশ বিস্তার রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক/অবহিতকরণ সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণ ইত্যাদি আয়োজন;

৭.৯ উপজেলার সকল কৃষি জমিতে স্থির পানিতে দেশি প্রজাতির মাছ (পুঁটি, টাকি, শোল, তেলাপিয়া, কৈ ইত্যাদি) চাষের জন্য কৃষি/মৎস্য বিভাগের মাধ্যমে কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান। এর ফলে জমির স্থির পানিতে মশকের লার্ভা জন্মাতে পারবে না;

৭.১০ উপজেলার অধিক্ষেত্রে অবস্থিত পৌরসভা ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;

৭.১১ এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১২-তে বর্ণিত বিষয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;

৭.১২ এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১৪-তে বর্ণিত বিষয়ে সাধারণ নাগরিকদের সচেতন করার লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ;

৭.১৩ মশক নিধনকল্পে কীটনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ নির্দেশিকার ১৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত দিকনির্দেশনা অনুসরণের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ;

৭.১৪ মশার লার্ভার উৎসস্থল বিনষ্টে আইনি পদক্ষেপ হিসাবে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।

৮. সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং দপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে করণীয়

৮.১ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও অধীনস্ত সকল কার্যালয়, অধিদপ্তর/সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ স্ব স্ব কার্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করবে;

৮.২ প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে ও আঙ্গিনায়/করিডোর বা যত্রতত্র পড়ে থাকা পরিত্যক্ত বস্তু, প্লাস্টিক দ্রব্যাদি ইত্যাদি এবং এসি/রেফ্রিজারেটর-এর পানি নিয়মিত পরিষ্কার করা যাতে কোনভাবেই প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বা চারপাশে মশকের লার্ভা জন্মানোর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হয়;

৮.৩ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় প্রকল্প এলাকায় পানি জমে যাতে মশকের বংশবিস্তার না ঘটে তা নিশ্চিত করা এবং এর ব্যত্যয় হলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ;

৮.৪ প্রতি বছর বিভাগীয়/ জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয় ও সংস্থাসমূহের মধ্য হতে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি বা পুরস্কার প্রদান এবং প্রত্যেক কার্যালয়ের কর্মচারীদের মধ্য হতে একজন শ্রেষ্ঠ কর্মচারীকে এ বিষয়ে কাজের স্বীকৃতি/পুরস্কার প্রদান করা;

৮.৫ কর্মচারীদের সকল প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে মশক নিয়ন্ত্রণে পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

৮.৬ সরকারি ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থার সকল কার্যালয়, আবাসিক ভবন ইত্যাদির ছাদ, কমন স্পেস, সিঁড়ি, সানসেট, পানির ট্যাংক ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার করা;

৮.৭ কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মশক নিয়ন্ত্রণে সারাদেশে কৃষকদের কৃষি জমিতে দেশি প্রজাতির মাছ চাষে উৎসাহিত করবে এবং এ বিষয়ে কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৮.৮ সকল সরকারি কার্যালয়ের অভ্যন্তরের পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি দূষণমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করা;

৮.৯ সকল সরকারি দপ্তর/সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচ্ছন্নতা কাজের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা;

৮.১০ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১৪ অনুযায়ী ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

৯. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহের অধিক্ষেত্রে করণীয়

৯.১ ভবন নির্মাণের সময় কোন স্থানে যাতে পানি জমে না থাকে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। কিউরিং-এর জন্য ব্যবহৃত পানিতে যাতে এডিস মশা জন্মাতে না পারে সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ভবন নির্মাণের সাথে সম্পৃক্ত রিহ্যাবসহ অন্য সকল সংগঠনকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং নির্দেশনা প্রতিপালনের বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করা;

৯.২ ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার সাথে সমন্বয় করে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ভবন/স্থাপনায় মশক নিধনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৯.৩ নির্মাণ কাজের সময় পানি জমে লার্ভা জন্মানোর জন্য দায়ি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

১০. আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর করণীয়

১০.১ বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন থানা, পুলিশ লাইন্স, ফাঁড়িতে জব্দকৃত পরিত্যক্ত যানবাহন, টায়ার, অন্যান্য মালামাল ইত্যাদিতে পানি জমা বন্ধ করে মশকের বংশবিস্তার প্রতিরোধ করা;

১০.২ মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা করা;

১০.৩ এডিস মশার বংশবিস্তার রোধে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের দায়িত্ব ও এ বিষয়ে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।

১১. সামরিক স্থাপনা, বিমানবন্দর, রেলওয়েসহ বিভিন্ন সংরক্ষিত এলাকা ও KPI-এর জন্য করণীয়

সামরিক স্থাপনা, বিমানবন্দর ও রেলওয়েসহ বিভিন্ন সংরক্ষিত এলাকা ও Key Point Installation (KPI)-এ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে বছরব্যাপী মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ) সহায়তা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য করণীয়

১২.১ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়াবলি অন্তর্ভুক্তকরণ;

১২.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে ছাত্র-ছাত্রীদের এডিস মশার প্রজননস্থল বিষয়ে অবহিত করা এবং তাদের নিজস্ব বাসগৃহে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংসে উদ্বুদ্ধকরণ;

১২.৩ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এর আশেপাশে যেসব জায়গায় স্বচ্ছ পানি জমার সম্ভাবনা থাকে (যেমনঃ ভবনের ছাদ, নির্মাণাধীন ভবন, ফুলের টব, বাগান, এসি'র পানি জমার স্থান, হাইকমোড ইত্যাদি) সেগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা;

১২.৪ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-শিক্ষক, স্কাউট/ বিএনসিসি সদস্যদের সমন্বয়ে প্রতি সপ্তাহের শেষ কর্মদিবসে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এর আশেপাশে পরিত্যক্ত বস্তুতে জমে থাকা পানিতে মশকের লার্ভা জন্মানো প্রতিরোধ করা;

১২.৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ অবস্থায় এডিস মশার প্রজনন হতে পারে সে বিষয়টি লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১২.৬ অভিভাবক বা মা সমাবেশে উল্লিখিত বিষয়ে আলোচনা করে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ;

১২.৭ এ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১৪-তে বর্ণিত বিষয়াবলি অনুযায়ী সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ;

১২.৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

১৩. হাসপাতাল/মেডিকেল সেন্টার/বেসরকারি ক্লিনিকসমূহের করণীয়

১৩.১ সকল সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা এবং এডিস মশার প্রজননস্থল বিনষ্টে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৩.২ স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত কেউ যাতে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগে আক্রান্ত না হন সে জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষাসামগ্রী পরিধান নিশ্চিতকরণ।

১৪. ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে ব্যক্তি পর্যায়ে করণীয় বিষয়ে নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ

১৪.১ বাড়ির ভেতরে ও আঙ্গিনায় পানি জমে থাকার স্থান (যেমনঃ ফুলের টব, নালা, পানির ট্যাপের চারপাশ, পানির পাম্প, ফ্রিজ বা এসি'র পানি জমার স্থান, পানির পাত্র/বদনা/বালতি, হাইকমোড, আইসক্রিম বক্স, ডাবের খোসা, টায়ার ইত্যাদি) হতে পানি অপসারণ এবং নিয়মিত পরিষ্কার করা;

১৪.২ গোসলখানায় বালতি, ড্রাম, প্লাস্টিক ও সিমেন্টের ট্যাংক কিংবা মাটির গর্তে কোনো অবস্থাতেই তিন দিনের বেশি পানি জমিয়ে রাখা যাবে না, কারণ স্থির পরিষ্কার পানিতে ডেঙ্গুর জীবাণু জন্মায়;

১৪.৩ বিভিন্ন রকম মশা নিরোধক কীটনাশক বা বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল এজেন্ট স্প্রে করা যেতে পারে, তবে পরিবেশের উপর কীটনাশকের কুপ্রভাবের কথা মাথায় রেখে পানি জমতে না দেওয়াটাই শ্রেয়;

১৪.৪ বাড়ি/ভবনের আশেপাশে কোন জায়গায় পানি জমা থাকলে লার্ভিসাইড স্প্রে করতে হবে বা পানি নিষ্কাশন করতে হবে;

১৪.৫ মশারির ভিতর ঘুমোনোর অভ্যাস করা;

১৪.৬ মশার বংশবিস্তার কমাতে পানির পাত্র ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা;

১৪.৭ তিনদিন বা তার বেশি সময়ের জন্য কর্মস্থল বা বাসা-বাড়ি ত্যাগের পূর্বে হাইকমোডে কীটনাশক বা সাবান পানি ঢেলে ঢাকনা বন্ধ রাখতে হবে এবং লো-কমোডের প্যানে কীটনাশক বা সাবান পানি দিয়ে প্যানের মুখ বন্ধ করে রাখতে হবে। এছাড়া বদনা, বালতি ইত্যাদি পানিশূন্য করে উল্টিয়ে রাখতে হবে।

১৫. মশার লার্ভিসাইড ও এডাল্টিসাইড ক্রয়/সংগ্রহ ও প্রয়োগ

ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে মশক নিধনই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে মশার লার্ভা বিনষ্টকরণ এবং প্রাপ্তবয়স্ক মশা নিধন করা জরুরি। এডিস মশা পরিষ্কার জমা পানিতে ডিম পাড়ে। বাড়ির ভিতর বা আঙ্গিনায়, ড্রেনে এবং পরিত্যক্ত যেকোন বস্তুতে তিন দিনের অধিক জমে থাকা পানিতে লার্ভিসাইড এবং উন্মুক্ত স্থানে পূর্ণাঙ্গ মশা ধ্বংসে এডাল্টিসাইড স্প্রে করা প্রয়োজন। মশক নিধনে কীটনাশক প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অনুসরণ করতে হবে:

১৫.১ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নত মানের পরিবেশবান্ধব লার্ভিসাইড ও এডাল্টিসাইড ক্রয়/সংগ্রহ করবে;

১৫.২ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং এবং 'রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট' (IEDCR) এর অনুমোদন নিয়ে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সর্বশেষ অনুমোদিত মাত্রা অনুযায়ী কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে;

১৫.৩ কীটনাশক প্রয়োগে নিয়োজিত স্প্রেম্যানদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

১৫.৪ কীটনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা এবং একই কীটনাশক বারবার প্রয়োগের ক্ষেত্রে রেজিসট্যান্স তৈরি হওয়ার বিষয়টি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৬. ডেঙ্গু প্রতিরোধ কার্যক্রম মনিটরিং

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী'র নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় কমিটি সার্বিক বিষয়ে সমন্বয় ও মনিটরিং করে কেন্দ্রীয়ভাবে নির্দেশনা প্রদান করবে। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড পর্যায়ের কার্যক্রম ইউনিয়ন, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ের কমিটি তদারক করবে। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় কীটনাশক প্রয়োগের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/পরিদর্শক মনিটর করবে। উপজেলার আওতাধীন ইউনিয়নসমূহের কার্যক্রম উপজেলা পরিষদ নিয়মিতভাবে তদারক করবে। জেলার আওতাধীন উপজেলা ও পৌরসভাসমূহের কার্যক্রম জেলা কমিটি নিয়মিতভাবে তদারক করবে। সিটি কর্পোরেশনসহ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন)-এর নেতৃত্বে গঠিত সমন্বয় কমিটি পর্যালোচনা ও তদারক করবে এবং দেশব্যাপী ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জাতীয় কমিটির নিকট উপস্থাপন করবে।

১। চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়ন পর্যায়ের ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রমের তথ্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর প্রেরণ করবে;

২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা ও ইউনিয়নের ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রমের তথ্য জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করবে;

৩। পৌরসভার মেয়র পৌরসভার ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রমের তথ্য জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করবে;

৪। জেলা প্রশাসক ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রমের তথ্য বিভাগীয় কমিশনার (পরিচালক স্থানীয় সরকার) বরাবর প্রেরণ করবে;

৫। পরিচালক স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্ট বিভাগ এর সমন্বিত তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ)-এর নিকট প্রেরণ করবেন এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ)-এর নেতৃত্বে গঠিত সমন্বয় কমিটি'র সভায় আলোচনার জন্য উত্থাপন করবেন;

৬। সিটি কর্পোরেশন ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম ও অগ্রগতির তথ্য সরাসরি স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ)-এর নিকট প্রেরণ করবে;

৭। স্থানীয় সরকার বিভাগের ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ সমন্বয় কমিটি প্রতি মাসে সভা করে ডেঙ্গু প্রতিরোধ কার্যক্রম পর্যালোচনা করবে এবং জাতীয় কমিটির সভায় এ সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করবে;

৮। ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ জাতীয় কমিটি সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে।

দেশব্যাপী ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম সমন্বয়ের রূপরেখা

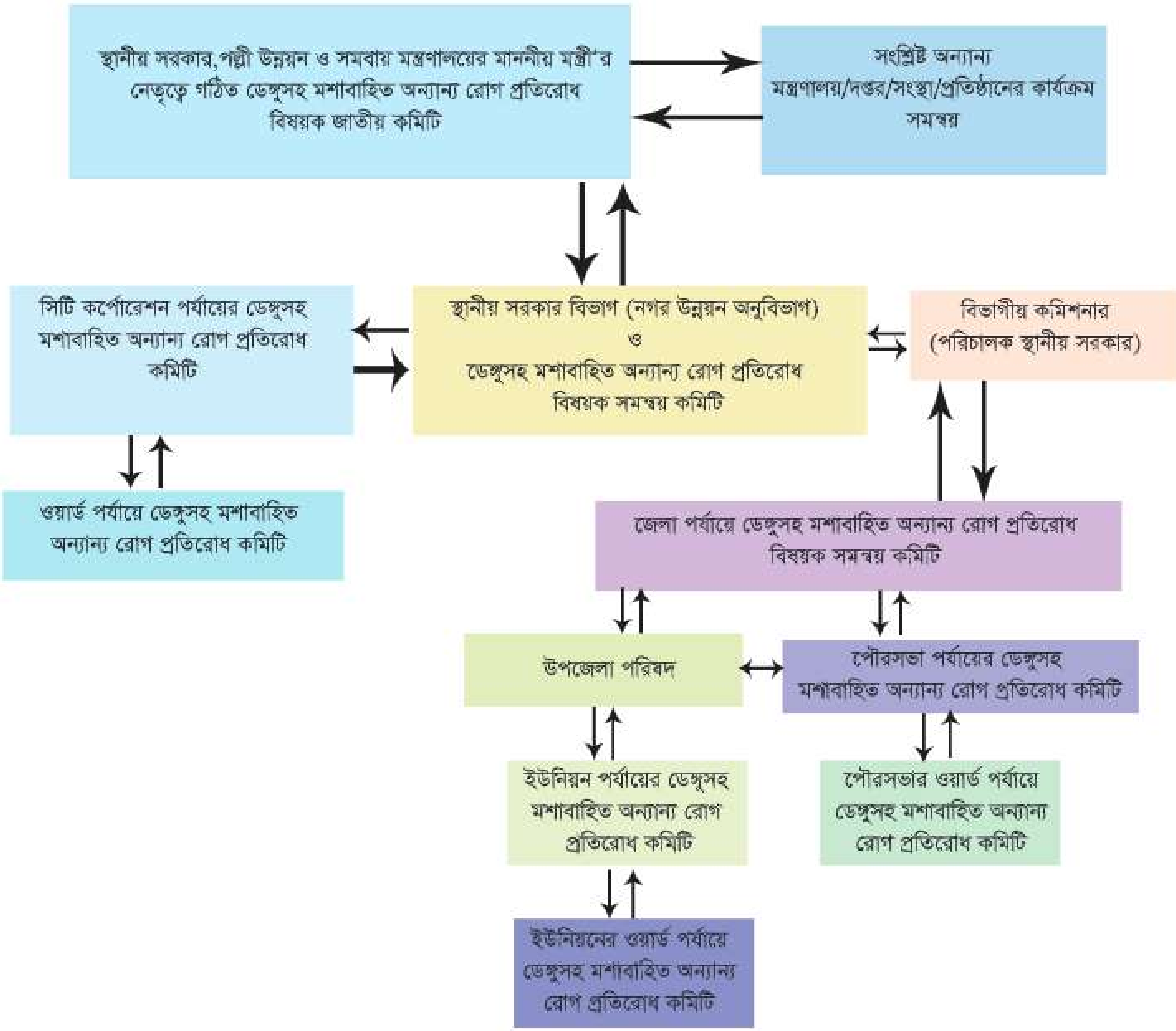

সংযোজনী

সিটি কর্পোরেশন/জেলা/উপজেলা/পৌরসভা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বছরব্যাপী ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মপরিকল্পনার নমুনা ছক

উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	সূচক	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	বছরব্যাপী কার্যক্রম							মন্তব্য
				জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	মার্চ-এপ্রিল	মে-জুন	জুলাই- আগস্ট	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	নভেম্বর-ডিসেম্বর	মোট	
১. সচেতনতা বৃদ্ধি	১.১ ওয়ার্ড পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা আয়োজন	সভার সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
	১.২ বিলবোর্ডে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার	বার্তা প্রচারিত বিলবোর্ডের সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
	১.৩ ডিজিটাল স্ক্রিনে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক বার্তা প্রদর্শন	বার্তা প্রচারিত ডিজিটাল স্ক্রিনের সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
	১.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন	সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
	১.৫ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় বিধানের আলোকে সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদান	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
	১.৬ লিফলেট বিতরণ	বিতরণকৃত লিফলেটের সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
	১.৭ সচেতনতামূলক মাইকিং	মাইকিং-এর মোট সময় (ঘন্টা)	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
	১.৮ সাধারণ জনগণকে নিয়ে সচেতনতামূলক সভা আয়োজন	সভার সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
	১.৯ বসত-বাড়ি পরিদর্শন করে নাগরিকদের সচেতন করা	পরিদর্শনকৃত বসত-বাড়ির সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
২. পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম	২.০ পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা	অভিযানের সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
৩. প্রজননস্থল চিহ্নিতকরণ এবং বিনষ্টকরণ	৩.১ প্রজননস্থল চিহ্নিতকরণ	চিহ্নিত প্রজননস্থলের সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
	৩.২ প্রজননস্থল বিনষ্টকরণ	বিনষ্টকৃত প্রজননস্থলের সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								

উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	সূচক	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	বছরব্যাপী কার্যক্রম							মন্তব্য
				জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	মার্চ-এপ্রিল	মে-জুন	জুলাই- আগস্ট	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	নভেম্বর-ডিসেম্বর	মোট	
৪. জীবজ নিয়ন্ত্রণ	৪.১ পুকুর/খাল/ জলাশয় ইত্যাদি পরিষ্কারকরণ	পরিষ্কারকৃত পুকুর/খাল/ জলাশয়ের সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
	৪.২ পুকুর/খাল/ জলাশয়ে মাছ চাষ	মাছ চাষকৃত পুকুর/খাল/ জলাশয়ের সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
	৪.৩ কৃষি জমিতে জমে থাকা পানিতে দেশিয় প্রজাতির মাছ চাষ	মাছ চাষকৃত কৃষি জমির পরিমাণ (একর)	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
৫. রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ	৫.১ ওয়ার্ডসমূহকে সাব-জোন/ব্লকে বিভক্তকরণ	সাব-জোন/ব্লকে বিভক্ত ওয়ার্ড সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
	৫.২ লার্ভিসাইড ক্রয়/সংগ্রহ	ক্রয়কৃত/সংগৃহিত লার্ভিসাইডের পরিমান (লিটার)	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
	৫.৩ লার্ভিসাইড প্রয়োগ	প্রয়োগকৃত লার্ভিসাইডের পরিমান (লিটার)	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
	৫.৪ এডাল্টিসাইড ক্রয়/সংগ্রহ	ক্রয়কৃত /সংগৃহিত এডাল্টিসাইডের পরিমান (লিটার)	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
	৫.৫ এডাল্টিসাইড প্রয়োগ	প্রয়োগকৃত এডাল্টিসাইডের পরিমান (লিটার)	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
৬. দক্ষতা বৃদ্ধি	৬.০ জনপ্রতিনিধি এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								

উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	সূচক	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	বছরব্যাপী কার্যক্রম							মন্তব্য
				জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি	মার্চ-এপ্রিল	মে-জুন	জুলাই- আগস্ট	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	নভেম্বর-ডিসেম্বর	মোট	
৭. মশক নিয়ন্ত্রণে লজিস্টিক সাপোর্ট নিশ্চিতকরণ	৭.১ ফগার মেশিন ক্রয়/সংগ্রহ	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
	৭.২ স্প্রে-মেশিন ক্রয়/সংগ্রহ	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
	৭.৩ স্প্রেম্যানদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
৮. আইনের প্রয়োগ	৮.১ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা	পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
৯. কমিটির সভা অনুষ্ঠান	৯.১ সিটি কর্পোরেশন/ জেলা/উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটির সভা আয়োজন	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
	৯.২ ওয়ার্ড পর্যায়ের কমিটির সভা আয়োজন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
১০. মশক নিধন কার্যক্রমে সফলতার জন্য স্বীকৃতি/পুরস্কার প্রদান	সফলতার জন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি/পুরস্কার প্রদান	স্বীকৃতি/পুরস্কার প্রদানকৃত ব্যক্তির সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
		স্বীকৃতি/পুরস্কার প্রদানকৃত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								
		স্বীকৃতি/পুরস্কার প্রদানকৃত জনপ্রতিনিধি/কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা	লক্ষ্যমাত্রা								
			অর্জন								

১। কর্মপরিকল্পনা নমুনা ছকে বর্ণিত যে সকল উদ্দেশ্য (কলাম-১) ও কার্যক্রম (কলাম-২) যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের জন্য প্রযোজ্য সে প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ ছকের সংশ্লিষ্ট অংশ পূরণ করে বার্ষিক (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে;

২। ছকে কিছু প্রতীকী উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম দেখানো হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকালে প্রয়োজনে উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সংযোজন ও বিয়োজন করা যাবে;

৩। সিটি কর্পোরেশন ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে পরবর্তী বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে স্থানীয় সরকার বিভাগের নগর উন্নয়ন অনুবিভাগে প্রেরণ করবে;

৪। পৌরসভা ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে পরবর্তী বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবে;

৫। ইউনিয়ন পরিষদ ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে পরবর্তী বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করবে;

৬। উপজেলা পরিষদ ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে উপজেলার পরবর্তী বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবে;

৭। জেলা প্রশাসক ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে জেলার পরবর্তী বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে বিভাগীয় কমিশনার (পরিচালক স্থানীয় সরকার)-এর নিকট প্রেরণ করবে;

৮। বছরের প্রথম ৬ মাস (জানুয়ারি-জুন) পর কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে স্ব-মূল্যায়ন করতে হবে;

৯। বছর শেষে বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করে পরবর্তী বছরের ১৫ জানুয়ারির মধ্যে উপরের ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ ক্রমিকে বর্ণিত নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

জানুয়ারি হতে ডিসেম্বর

মশক নিধন বছরভর

নিজ আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখি, সবাই মিলে সুস্থ্য থাকি

জমা পানি সর্বনাশা, এডিস মশা বাধে বাসা

তিন দিনে একদিন, জমা পানি ফেলে দিন